প্রথম আলো

তারিখ 23 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

শিশুর পৃথিবী সংকুচিত হচ্ছে

স মা জ

মুহম্মদ মোফাজ্জল

ময়মনসিংহ শহরে একটি স্কুলে প্লে গ্রুপে ভর্তি করা হয় কাব্য নামের একটি ছেলেকে। স্কুলটি একটি ভাড়া করা বাড়িতে। কিছুদিনের মধ্যে ক্লাসে সাদাফ আর শাবাব নামে দুই সহপাঠীর সঙ্গে কাব্যর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা নার্সারিতে ওঠার পর একদিন কাব্য তার বাসায় একটি সুসংবাদ দেয়। তাদের স্কুল ভাড়াবাড়ি থেকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে চলে যাবে আগামী মাসে। প্রধান শিক্ষক শহরের ভেতরে নিজস্ব জমিতে তাঁর স্কুল ক্যাম্পাসটি গড়ে তুলেছেন। স্কুল ভবনের পাশে কিছু পার্কসদৃশ স্থাপনা পাওয়ার পাশাপাশি অনেকটা ছায়াঘেরা জায়গাও শিশুদের দখলে চলে গেল। তারা সেখানে টিফিনের সময় বা ক্লাসের ফাঁকে লাফালাফি, খেলাধুলা ও ছোটাছুটি করে। প্রায় দিনই কাব্য ও তার বন্ধুরা জামাকাপড়ে ধুলো বা কাদা নিয়ে বাসায় ফেরে। স্কুল কর্তৃপক্ষ মাটির সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন ছেলেকে কাদামাটি উপহার দেওয়ায় কাব্যর বাবা খুব খুশি হন।

কিছুদিন যেতে না-যেতেই কাব্যর বন্ধু সাদাফ আর স্কুলে আসে না। ব্যস্ত মা-বাবার পক্ষে তাকে কিছুটা দূরের স্কুলে আনা-নেওয়া কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই তাকে বাসার পাশে একটি স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলটি একটি ভাড়াবাড়িতে। প্রায় বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে খোলা পরিবেশে আসতে না-আসতেই মা-বাবার ব্যস্ততার কারণে একটি শিশু আবার খাঁচার মতো স্কুলে আবদ্ধ হয়ে গেল। খোঁজ করলে দেখা যাবে, এ রকম ঘটনা আরও আছে।

২০১৪ সালে আমার অফিসে এক নারী সহকর্মীর মেয়ের চোখে চশমা পরার কারণ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জানলাম তাঁর ছেলেটিও চশমা পরে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, আমার অফিসের ৩৮ শতাংশ সহকর্মীর সন্তান চশমা পরে। ঢাকা শহরে শিশুদের কয়েকটি স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি, একসঙ্গে হেঁটে যাওয়া তিনটি শিশুর মধ্যে একটি বা দুটি শিশুর চোখে চশমা। উত্তরার একটি স্কুলের সামনে দেখলাম একত্রে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ থেকে সাত বছরের চারটি শিশুর চোখেই চশমা। তারপর *চোখ* শিরোনামে একটি চলচ্চিত্র বানাতে গিয়ে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ আই হসপিটালের কিছু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বললাম। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের এক চিকিৎসক বললেন, তিনি ২০১৫ সালে প্রায় ৪৩ হাজার চোখের রোগী দেখেছেন। তাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিশু। চিকিৎসকদের অনেকেই শিশুদের চোখের সমস্যার জন্য খাদ্যাভ্যাস, জন্মগত সমস্যা ও পুষ্টির অপর্যাপ্ততার চেয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণের অতিরিক্ত চাপ ও প্রতিক্রিয়াকেই দায়ী করলেন। বিবিসির এক গবেষণা প্রতিবেদনেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শহরগুলোতে শিশুদের চোখের 'মায়োপিয়া' বা স্বল্পদৃষ্টির জন্য 'স্কুলে ও বাড়িতে' অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপকেই দায়ী করা হয়েছে।

বর্তমানে ব্যবহৃত প্রযুক্তির উপকরণগুলোর মধ্যে স্মার্টফোন ও বিভিন্ন ধরনের ট্যাব শিশুদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলো সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের উপহারসামগ্রীর মধ্যে অন্যতম। অথচ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় আইপ্যাড ও আইফোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী স্টিভ জবস তাঁর সন্তানদের জন্য এসবের ব্যবহার সীমিত করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানের ওপর প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও কঠোর ছিলেন। প্রতিদিন তিনি সন্তানদের নিয়ে এক টেবিলে ডিনার করতে বসে ইতিহাস ও বিভিন্ন বইয়ের বিষয়বস্তু আলোচনা করতেন। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকলে গুগলের সাহায্য নিতেন। বর্তমান বাস্তবতায় তথ্যপ্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিশুদের 'ফ্যান্টাসি ও কৌতূহল'নির্ভর প্রযুক্তির উপকরণের ব্যবহার কতটা মারাত্মক, তার সর্বশেষ প্রমাণ 'ব্লু হোয়েল' গেমের মরণছোবল।

> অনেককেই বলতে শোনা যায় যে তাঁর শিশুসন্তানকে মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস চালু করে খাওয়াতে হয়। ব্যস্ত মা-বাবার খাবারের টেবিলে স্টিভ জবসের মতো সন্তানের সঙ্গে বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার সময় কোথায়?

অনেককেই বলতে শোনা যায় যে তাঁর শিশুসন্তানকে মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস চালু করে খাওয়াতে হয়। ব্যস্ত মা-বাবার খাবারের টেবিলে স্টিভ জবসের মতো সন্তানের সঙ্গে বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার সময় কোথায়? নিজের সন্তানের জন্য প্রচুর খেলনা কেনার সাধ্য অনেকের আছে। আইফোন বা ট্যাব-জাতীয় উপকরণের চেয়ে খেলনা বেশি উপকারী। তার চেয়ে বেশি উপকারী সন্তানের খেলার সাথি হওয়া।

চোখে কম দেখলে কেবল শিশু নয়, যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরও পৃথিবীটা সংকুচিত হয়ে যায়। অতিমাত্রায় প্রযুক্তির উপকরণের ওপর নির্ভরতার কারণে বয়সের তুলনায় শিশুরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের চেয়ে এগিয়ে আছে। তবে গবেষণা বলে যে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা করে বেড়ে ওঠা একটি শিশুর রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা আবদ্ধ সুরম্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

অনেক শিশুর পৃথিবী সংকুচিত হচ্ছে মা-বাবার অত্যধিক ব্যস্ততা, দাম্পত্যকলহ ও বিবাহবিচ্ছেদের কারণে। বিবাহবিচ্ছেদ কী হারে বাড়ছে, তার কিছুটা প্রমাণ মেলে সিটি করপোরেশনের তথ্যে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশ জমা পড়ে ৩৬ হাজার ৩৭১টি। তার মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে ৩০ হাজার ৮৫৫টি। আবার কাগজে-কলমে বিবাহবিচ্ছেদ না ঘটিয়ে আলাদা থাকা দম্পতির সংখ্যাও বাড়ছে। বিবাহবিচ্ছেদ বা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার প্রত্যেক দম্পতির আছে। তবে মা-বাবা পৃথক হলে একটি শিশুর পৃথিবীটা প্রথমেই দুই ভাগ হয়ে যায়। সে তখন কারও সঙ্গে মিশতে সংকোচ বোধ করে। একাকিত্ব ও হতাশাগ্রস্ত শিশুদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি।

এখন কোনো অভিভাবক বলেন না যে সন্তানকে এমন স্কুলে ভর্তি করবেন, যেখানে খেলার মাঠ আছে। স্কুল ব্যবসায়ীদের মাথায় তো বিষয়টি আসেই না। ২০১০ সালে এ শহরের একটি জায়গায় আমার বাসার কাছে রেলওয়ের একটা মাঠ ছিল। বিকেলে শিশুরা দল বেঁধে সেই মাঠে হইহল্লা ও খেলাধুলা করত। একদিন সেই মাঠের কোণে একটি সংগঠনের অফিস গড়ে উঠল। তারপর আরেক পাশে রিকশার একটি গ্যারেজ উঠল। এরপর মাঠের পাশে বসবাসকারী আরেক লোক অনেকটা জায়গা ঘিরে দেয়াল তুললেন। কিছুদিন পর মাঠের বাকি অংশের অনেকটা জায়গা ঘিরে কিছু লোক গরুর খামার গড়ে তুললেন। সেই মাঠে আর শিশুদের হইহল্লা শোনা গেল না। এভাবে শিশুদের বিচরণক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হচ্ছে। শিশুর প্রফুল্ল মন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খেলার মাঠের বিকল্প নেই।

● মুহম্মদ মোফাজ্জল : সাংবাদিক ও লেখক।